বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৫৯১/২০১৮/ ৯৩০ তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক আমান ফিড লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, The Commission appointed MABS & J Partners, Chartered Accountants for special audit for auditing of utilization of initial public offering (IPO) proceeds of Aman Feed Limited vide letter No. BSEC/CFD/44/2015/Part-1/122 dated November 29, 2017.

MABS & J Partners, Chartered Accountants submitted their report on utilization of IPO proceeds of Aman Feed Limited vide their letter No. A-1126/MABS & J (B)/2017-2018/2368 dated 23 January 2018 to the Commission. From the above mentioned report submitted by the special auditor to the Commission the following observations have drawn our attention;

I. Land Purchase was made in excess of the approved limit as per the prospectus by BDT.52,330,113/- which is not in line with condition No. 9 of Part-C of the Commission's consent letter no. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015.

II. It appears from the report that, the money receipts received from the supplier M/S Monirul Engineering Works of construction materials (rods) against payments on different dates showed that money receipt numbers were not in chronological order. This type of issuance of money receipts by any vendor is uncommon. However, in this case, the special auditor could not satisfy themselves as to the genuineness of such money receipts. As the special auditor is not satisfied with the genuineness of money receipts so it appears to us that those money receipts are fake/false in this regard. As Aman Feed Limited has submitted such fake/false money receipts to the Commission and special auditor so this is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

III. It appears from the page 7 of the special auditor's report that, as per Para 4 and 8, Part C of the Commission's consent letter No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015 all transactions excluding petty cash expenses were to be effected through the company's bank account. But during their special audit they found that Aman Feed Limited made expenditure in cash of total of BDT 90,725,200. This is non-compliance with the aforesaid condition of the consent letter and this also creates doubt on the authenticity of the incurred expenses. As the company is not in line with Para 4 and 8, Part C of the Commission's consent letter No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015.

IV. It appears form the special auditor's report that, during their audit, it was observed that M/S. AHC bricks supplied bricks to AFL totaling BDT 48,44,000/-. The payments were made to M/S. AHC Bricks in cash and AFL'S accounts hold their own money receipts as supporting evidence against such payments. This creates questions about the ultimate receiver of the payment. In this regard it appears to us that as the payment has been made in cash and against this payment supporting money receipts are of Aman Feed Limited and the special auditor has also raised their question of this payment so it appears to us that this payment went to the own fund of Aman Feed Limited, so actual purchase was not made in this regard. But as in the utilization report Aman Feed Limited has reported such purchase which does not supported by document, so it appears to us that it was a fake/false purchase. By reporting such false purchase the company is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

V. It appears from the special auditor's report that, while cross checking expenditures financed out by from IPO proceeds with the monthly IPO proceed utilization report submitted by the Audit Firm, some mismatches are observed between actual expenditure incurred and expenditures reported in the monthly

reports. In this regard the special auditor has given instance of Tk. 856,250/- for IPO expenditure and Tk. 20,120,176/- for business expansion which was reported on April 2017 and May 2017, but actually these expenditures were occurred other than April 2017 and May 2017. Time period of these expenditure were from September 2015 to February 2017. As the company has not reported these expenses in the month of September 2015, October 2015, January 2016, April 2016, May 2016, June 2016, August 2016, September 2016, December 2016, February 2017, so these respective months report appears to us as false/fake, which is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

বর্ণিত অবস্থায় প্রতীয়মাণ হয় যে, ইস্যুয়ার কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 18 এবং কমিশনের উক্ত অনুমোদন পত্রের (consent letter) ৪, ৮ ও ৯ নং শর্ত লঙ্ঘন করেছে ।

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করে তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 18 এবং কমিশনের উক্ত অনুমোদন পত্রের (consent letter) ৪, ৮ ও ৯ নং শর্ত এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৫৯১/২০১৮/৪৯ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, সংশ্লিষ্টরা উক্ত শুনানীতে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ইং উপস্থিত হন;

যেহেতু, আমান ফিড লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তি যোগ্য অপরাধ;

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন; এবং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

আমান ফিড লিমিটেড এর চেয়ারম্যান জনাব মো: রফিকুল ইসলাম এর উপর ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

16.02.2020

খোন্দকার কামালউজ্জামান

কমিশনার

বিতরনঃ

জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, আমান ফিড লিমিটেড।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৫৯১/২০১৮/ ১২৯ তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক আমান ফিড লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, The Commission appointed MABS & J Partners, Chartered Accountants for special audit for auditing of utilization of initial public offering (IPO) proceeds of Aman Feed Limited vide letter No. BSEC/CFD/44/2015/Part-1/122 dated November 29, 2017.

MABS & J Partners, Chartered Accountants submitted their report on utilization of IPO proceeds of Aman Feed Limited vide their letter No. A-1126/MABS & J (B)/2017-2018/2368 dated 23 January 2018 to the Commission. From the above mentioned report submitted by the special auditor to the Commission the following observations have drawn our attention;

I. Land Purchase was made in excess of the approved limit as per the prospectus by BDT.52,330,113/- which is not in line with condition No. 9 of Part-C of the Commission's consent letter no. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015.

II. It appears from the report that, the money receipts received from the supplier M/S Monirul Engineering Works of construction materials (rods) against payments on different dates showed that money receipt numbers were not in chronological order. This type of issuance of money receipts by any vendor is uncommon. However, in this case, the special auditor could not satisfy themselves as to the genuineness of such money receipts. As the special auditor is not satisfied with the genuineness of money receipts so it appears to us that those money receipts are fake/false in this regard. As Aman Feed Limited has submitted such fake/false money receipts to the Commission and special auditor so this is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

III. It appears from the page 7 of the special auditor's report that, as per Para 4 and 8, Part C of the Commission's consent letter No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015 all transactions excluding petty cash expenses were to be effected through the company's bank account. But during their special audit they found that Aman Feed Limited made expenditure in cash of total of BDT 90,725,200. This is non-compliance with the aforesaid condition of the consent letter and this also creates doubt on the authenticity of the incurred expenses. As the company is not in line with Para 4 and 8, Part C of the Commission's consent letter No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015.

IV. It appears form the special auditor's report that, during their audit, it was observed that M/S. AHC bricks supplied bricks to AFL totaling BDT 48,44,000/-. The payments were made to M/S. AHC Bricks in cash and AFL'S accounts hold their own money receipts as supporting evidence against such payments. This creates questions about the ultimate receiver of the payment. In this regard it appears to us that as the payment has been made in cash and against this payment supporting money receipts are of Aman Feed Limited and the special auditor has also raised their question of this payment so it appears to us that this payment went to the own fund of Aman Feed Limited, so actual purchase was not made in this regard. But as in the utilization report Aman Feed Limited has reported such purchase which does not supported by document, so it appears to us that it was a fake/false purchase. By reporting such false purchase the company is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

V. It appears from the special auditor's report that, while cross checking expenditures financed out by from IPO proceeds with the monthly IPO proceed utilization report submitted by the Audit Firm, some mismatches are observed between actual expenditure incurred and expenditures reported in the monthly

reports. In this regard the special auditor has given instance of Tk. 856,250/- for IPO expenditure and Tk. 20,120,176/- for business expansion which was reported on April 2017 and May 2017, but actually these expenditures were occurred other than April 2017 and May 2017. Time period of these expenditure were from September 2015 to February 2017. As the company has not reported these expenses in the month of September 2015, October 2015, January 2016, April 2016, May 2016, June 2016, August 2016, September 2016, December 2016, February 2017, so these respective months report appears to us as false/fake, which is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

বর্ণিত অবস্থায় প্রতীয়মাণ হয় যে, ইস্যুয়ার কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 18 এবং কমিশনের উক্ত অনুমোদন পত্রের (consent letter) ৪, ৮ ও ৯ নং শর্ত লঙ্ঘন করেছে ।

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করে তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 18 এবং কমিশনের উক্ত অনুমোদন পত্রের (consent letter) ৪, ৮ ও ৯ নং শর্ত এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৫৯১/২০১৮/৪৯ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, সংশ্লিষ্টরা উক্ত শুনানীতে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ইং উপস্থিত হন;

যেহেতু, আমান ফিড লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তি যোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন; এবং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলেঃ

আমান ফিড লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম এর উপর ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

16.02.2020
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরনঃ
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আমান ফিড লিমিটেড।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৫৯১/২০১৮/১২৮ তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক আমান ফিড লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, The Commission appointed MABS & J Partners, Chartered Accountants for special audit for auditing of utilization of initial public offering (IPO) proceeds of Aman Feed Limited vide letter No. BSEC/CFD/44/2015/Part-1/122 dated November 29, 2017.

MABS & J Partners, Chartered Accountants submitted their report on utilization of IPO proceeds of Aman Feed Limited vide their letter No. A-1126/MABS & J (B)/2017-2018/2368 dated 23 January 2018 to the Commission. From the above mentioned report submitted by the special auditor to the Commission the following observations have drawn our attention;

I. Land Purchase was made in excess of the approved limit as per the prospectus by BDT.52,330,113/- which is not in line with condition No. 9 of Part-C of the Commission's consent letter no. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015.

II. It appears from the report that, the money receipts received from the supplier M/S Monirul Engineering Works of construction materials (rods) against payments on different dates showed that money receipt numbers were not in chronological order. This type of issuance of money receipts by any vendor is uncommon. However, in this case, the special auditor could not satisfy themselves as to the genuineness of such money receipts. As the special auditor is not satisfied with the genuineness of money receipts so it appears to us that those money receipts are fake/false in this regard. As Aman Feed Limited has submitted such fake/false money receipts to the Commission and special auditor so this is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

III. It appears from the page 7 of the special auditor's report that, as per Para 4 and 8, Part C of the Commission's consent letter No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015 all transactions excluding petty cash expenses were to be effected through the company's bank account. But during their special audit they found that Aman Feed Limited made expenditure in cash of total of BDT 90,725,200. This is non-compliance with the aforesaid condition of the consent letter and this also creates doubt on the authenticity of the incurred expenses. As the company is not in line with Para 4 and 8, Part C of the Commission's consent letter No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015.

IV. It appears form the special auditor's report that, during their audit, it was observed that M/S. AHC bricks supplied bricks to AFL totaling BDT 48,44,000/-. The payments were made to M/S. AHC Bricks in cash and AFL'S accounts hold their own money receipts as supporting evidence against such payments. This creates questions about the ultimate receiver of the payment. In this regard it appears to us that as the payment has been made in cash and against this payment supporting money receipts are of Aman Feed Limited and the special auditor has also raised their question of this payment so it appears to us that this payment went to the own fund of Aman Feed Limited, so actual purchase was not made in this regard. But as in the utilization report Aman Feed Limited has reported such purchase which does not supported by document, so it appears to us that it was a fake/false purchase. By reporting such false purchase the company is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

V. It appears from the special auditor's report that, while cross checking expenditures financed out by from IPO proceeds with the monthly IPO proceed utilization report submitted by the Audit Firm, some mismatches are observed between actual expenditure incurred and expenditures reported in the monthly

reports. In this regard the special auditor has given instance of Tk. 856,250/- for IPO expenditure and Tk. 20,120,176/- for business expansion which was reported on April 2017 and May 2017, but actually these expenditures were occurred other than April 2017 and May 2017. Time period of these expenditure were from September 2015 to February 2017. As the company has not reported these expenses in the month of September 2015, October 2015, January 2016, April 2016, May 2016, June 2016, August 2016, September 2016, December 2016, February 2017, so these respective months report appears to us as false/fake, which is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

বর্ণিত অবস্থায় প্রতীয়মাণ হয় যে, ইস্যুয়ার কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 18 এবং কমিশনের উক্ত অনুমোদন পত্রের (consent letter) ৪, ৮ ও ৯ নং শর্ত লঙ্ঘন করেছে।

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করে তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 18 এবং কমিশনের উক্ত অনুমোদন পত্রের (consent letter) ৪, ৮ ও ৯ নং শর্ত এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৫৯১/২০১৮/৪৯ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, সংশ্লিষ্টরা উক্ত শুনানীতে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ইং উপস্থিত হন;

যেহেতু, আমান ফিড লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তি যোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন; এবং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

আমান ফিড লিমিটেড এর পরিচালক জনাব মো: তৌফিকুল ইসলাম এর উপর ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

16-02.2020

খোন্দকার কামালউজ্জামান

কমিশনার

বিতরনঃ

জনাব মো: তৌফিকুল ইসলাম, পরিচালক, আমান ফিড লিমিটেড।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৫৯১/২০১৮/১২৭ তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক আমান ফিড লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, The Commission appointed MABS & J Partners, Chartered Accountants for special audit for auditing of utilization of initial public offering (IPO) proceeds of Aman Feed Limited vide letter No. BSEC/CFD/44/2015/Part-1/122 dated November 29, 2017.

MABS & J Partners, Chartered Accountants submitted their report on utilization of IPO proceeds of Aman Feed Limited vide their letter No. A-1126/MABS & J (B)/2017-2018/2368 dated 23 January 2018 to the Commission. From the above mentioned report submitted by the special auditor to the Commission the following observations have drawn our attention;

I. Land Purchase was made in excess of the approved limit as per the prospectus by BDT.52,330,113/- which is not in line with condition No. 9 of Part-C of the Commission's consent letter no. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015.

II. It appears from the report that, the money receipts received from the supplier M/S Monirul Engineering Works of construction materials (rods) against payments on different dates showed that money receipt numbers were not in chronological order. This type of issuance of money receipts by any vendor is uncommon. However, in this case, the special auditor could not satisfy themselves as to the genuineness of such money receipts. As the special auditor is not satisfied with the genuineness of money receipts so it appears to us that those money receipts are fake/false in this regard. As Aman Feed Limited has submitted such fake/false money receipts to the Commission and special auditor so this is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

III. It appears from the page 7 of the special auditor's report that, as per Para 4 and 8, Part C of the Commission's consent letter No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015 all transactions excluding petty cash expenses were to be effected through the company's bank account. But during their special audit they found that Aman Feed Limited made expenditure in cash of total of BDT 90,725,200. This is non-compliance with the aforesaid condition of the consent letter and this also creates doubt on the authenticity of the incurred expenses. As the company is not in line with Para 4 and 8, Part C of the Commission's consent letter No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 dated April 23, 2015.

IV. It appears form the special auditor's report that, during their audit, it was observed that M/S. AHC bricks supplied bricks to AFL totaling BDT 48,44,000/-. The payments were made to M/S. AHC Bricks in cash and AFL'S accounts hold their own money receipts as supporting evidence against such payments. This creates questions about the ultimate receiver of the payment. In this regard it appears to us that as the payment has been made in cash and against this payment supporting money receipts are of Aman Feed Limited and the special auditor has also raised their question of this payment so it appears to us that this payment went to the own fund of Aman Feed Limited, so actual purchase was not made in this regard. But as in the utilization report Aman Feed Limited has reported such purchase which does not supported by document, so it appears to us that it was a fake/false purchase. By reporting such false purchase the company is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

V. It appears from the special auditor's report that, while cross checking expenditures financed out by from IPO proceeds with the monthly IPO proceed utilization report submitted by the Audit Firm, some mismatches are observed between actual expenditure incurred and expenditures reported in the monthly

reports. In this regard the special auditor has given instance of Tk. 856,250/- for IPO expenditure and Tk. 20,120,176/- for business expansion which was reported on April 2017 and May 2017, but actually these expenditures were occurred other than April 2017 and May 2017. Time period of these expenditure were from September 2015 to February 2017. As the company has not reported these expenses in the month of September 2015, October 2015, January 2016, April 2016, May 2016, June 2016, August 2016, September 2016, December 2016, February 2017, so these respective months report appears to us as false/fake, which is not in line with section 18 of Securities and Exchange Ordinance 1969.

বর্ণিত অবস্থায় প্রতীয়মাণ হয় যে, ইস্যুয়ার কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 18 এবং কমিশনের উক্ত অনুমোদন পত্রের (consent letter) ৪, ৮ ও ৯ নং শর্ত লঙ্ঘন করেছে ।

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করে তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 18 এবং কমিশনের উক্ত অনুমোদন পত্রের (consent letter) ৪, ৮ ও ৯ নং শর্ত এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৫৯১/২০১৮/৪৯ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, সংশ্লিষ্টরা উক্ত শুনানীতে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ইং উপস্থিত হন;

যেহেতু, আমান ফিড লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক কমিশনের প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) সংক্রান্ত অনুমোদন পত্র No. SEC/CI/IPO-197/2012-155 তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এর শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত মিথ্যা তথ্য প্রদান করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তি যোগ্য অপরাধ;

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন; এবং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

আমান ফিড লিমিটেড এর পরিচালক জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম এর উপর ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

16.02.2020

খোন্দকার কামালউজ্জামান

কমিশনার

বিতরনঃ

জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, পরিচালক, আমান ফিড লিমিটেড।